যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 4 ......

অবৈধভাবে পদ আঁকড়ে আছেন মাউশি ডিজি

বিধি লঙ্ঘন করে ফাহিমা খাতুন চলতি দায়িত্বে ৩০ মাস

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন 'অবৈধভাবে' দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি এই পদের 'চলতি দায়িত্ব' গ্রহণ করেন। নিয়ম অনুযায়ী মাত্র ২ মাস তার এই পদে থাকার কথা। কিন্তু ৩০ মাসের বেশি সময় ধরে তিনি এই পদ আঁকড়ে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, চলতি দায়িত্বের মহাপরিচালক হলেও তিনি পদবি লেখার ক্ষেত্রে এই শব্দটি কোথাও ব্যবহার করছেন না। অভিযোগ উঠেছে, পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তিনি কেবল এই পদটিই দখল করেননি। এর আগে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মতো দেশের 'মাদার' বোর্ডের চেয়ারম্যান পদও বাগিয়ে নিয়েছিলেন।

ফাহিমা খাতুন

আরও অভিযোগ রয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাত নিয়ন্ত্রণকারী এ কর্মকর্তার চাকরি জীবনের কোনো পদোন্নতিও 'বিধিসম্মতভাবে' হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রভাষক হিসেবে যোগদানের পর ২ বছরের

পদ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

পদ : আঁকড়ে রেখেছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

- বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশই নেননি
- বিশেষ বিবেচনায় চাকরি স্থায়ী হয় যোগদানের ৩০ বছর পর ২০১৪ সালে
- এ কর্মকর্তার জীবনের সব পদোন্নতিই হয়েছে বিধিবহির্ভূতভাবে

সন্তোষজনক চাকরি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তার চাকরি স্থায়ী হবে। কিন্তু বিভাগীয় পরীক্ষা না দেয়ায় যোগদানের প্রায় ৩০ বছর পর ২০১৪ সালে ফাহিমা খাতুনের চাকরি 'ভূতাপেক্ষভাবে' স্থায়ী হয়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী একজন স্থায়ী কর্মকর্তারই স্থায়ী পদে পদোন্নতি পাওয়ার কথা। তবে এ ক্ষেত্রে প্রমার্জনের বিধানও আছে। তা হচ্ছে— কেউ পদোন্নতি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে প্রবেশ পদে কমপক্ষে ১৫ বছর চাকরি করতে হবে। এরপর তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পাবেন। এছাড়া পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং ৫০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া কর্মকর্তারাও সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতির যোগ্য হবেন। তবে বিধান অনুযায়ী 'সিনিয়র স্কেল' পরীক্ষা না দেয়া এ ধরনের কর্মকর্তারা (বিসিএস পদোন্নতি বিধিমালা ১৯৮৬ এর ৮(২) নম্বর বিধি অনুযায়ী) সর্বোচ্চ 'সহযোগী অধ্যাপক' হতে পারবেন। আর পদোন্নতি পেতে হলে আগে চাকরিটা স্থায়ী হতে হবে। কিন্তু চাকরি স্থায়ী না হওয়া সত্ত্বেও এ কর্মকর্তা কেবল 'অধ্যাপক'ই নন, শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ মাউশির মহাপরিচালক পর্যন্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত তার কোনো পদোন্নতিই 'বিধিসম্মত হয়নি' বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। আর এ কারণে তার মহাপরিচালক পদে পদায়নও 'বিধিসম্মত' হয়নি বলে মনে করেন তারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন রোববার দুপুরে যুগান্তরকে বলেন, 'শুধু আমিই নই, সপ্তম বিসিএসের আগে পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া কোনো কর্মকর্তাই বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে পারেননি। কারণ ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই পরীক্ষা নেয়ার জন্য সিলেবাস তৈরি হয়নি। এই একই কারণে আমরা সিনিয়র স্কেল পরীক্ষাও দিতে পারিনি। যে কারণে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা আমাদের ক্ষেত্রে প্রমার্জন করা হয়েছে। এই সমস্যা সপ্তম বিসিএসের কিছু কর্মকর্তাকেও পোহাতে হয়েছে। তাই এই জটিলতার দায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নয়। বিষয়টি অনুধাবন করেই সরকার ২০১৪ সালে এসে একসঙ্গে ৬৪৩ জন কর্মকর্তার চাকরি ভূতাপেক্ষভাবে স্থায়ী করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'সরকার পদায়ন করায় তিনি মহাপরিচালকের দায়িত্বে আছেন। তিনি দায়িত্ব আঁকড়ে রাখেননি। বিধিবহির্ভূত কিছু নেই বলেই এখনও দায়িত্বে আছেন। আর এতদিন এসএসবি (সুপিরিয়র সিলেকশন কমিটি) হয়নি। প্রস্তাব গেছে। এখন হবে।'

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মাউশির মহাপরিচালকের পদটি শিক্ষা ক্যাডারের 'এক নম্বর' পদ হিসেবে বিবেচিত। এটি 'সচিব' পদমর্যাদার ১ নম্বর গ্রেডের পদ। এ কারণে 'টপ মোস্ট সিনিয়র' কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এই পদে নিয়োগ দেয়ার রীতি রয়েছে। এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে আগে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিনা— এক কথায় কর্মকর্তার যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নেয়া হয়। কিন্তু অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যখন মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান তখন তিনি সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপকদের তালিকায় অনেক পেছনে ছিলেন। ২০১৪ সালের ২১ ডিসেম্বর প্রকাশিত সিলেকশন গ্রেডের অধ্যাপকদের তালিকায় তিনি ৩৯১তম ব্যক্তি। ঢাকা বোর্ডে যখন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান, তখন পর্যন্ত ঢাকা কলেজে বিভাগীয় (সমাজবিজ্ঞান) প্রধানের পদে কিছুদিন থাকা ছাড়া তার আর কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের রেকর্ডও ছিল না। আর এ কর্মকর্তার চাকরি স্থায়ী হয় ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির এক 'গণপ্রজ্ঞাপনে'। ওই প্রজ্ঞাপনে ৬৪৩ জন কর্মকর্তার চাকরি 'ভূতাপেক্ষভাবে' স্থায়ী করা হয়। এতে তার সিরিয়াল নম্বর ৫৯৩। শিক্ষা ক্যাডারের অসংখ্য কর্মকর্তার অভিযোগ, এমন একজন কনিষ্ঠ অধ্যাপক ছড়ি ঘোরাচ্ছেন তাদের ওপর। এ নিয়ে প্রায় ১৫ হাজার কর্মকর্তার মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

এসব বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কোনো কর্মকর্তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকরা বিষয়টি জানার পর এড়িয়ে যান। এমনকি এ বিষয়ে শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাবশালী কোনো শিক্ষক বা শিক্ষক নেতাও নাম প্রকাশ করে কথা বলতে রাজি হননি। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য, মহাপরিচালক পারিবারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে চলেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবাদ করে অনেক কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এদিকে এই জুনিয়র অধ্যাপক মহাপরিচালকের পদে বসে পদটিকেও খাটো করছেন বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যেহেতু অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের চাকরিই স্থায়ী ছিল না, তাই ওপরের চাপ থাকা সত্ত্বেও তাকে পূর্ণকালীন মহাপরিচালক হিসেবে বসানো যায়নি। বিধান অনুযায়ী কোনো অধিদফতরে মহাপরিচালক চলতি দায়িত্বে গেলে ২ মাস অতিক্রমের আগেই (মহাপরিচালক পদে পদোন্নতির জন্য) পদোন্নতি কমিটি/বোর্ডের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হয়। কিন্তু এখানে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে। অপরদিকে যেহেতু মাউশির মহাপরিচালকের পদটি ১নং গ্রেডের; তাই যোগ্যতা না থাকায় ২০১৩ সালের ৬ জানুয়ারি ফাহিমা খাতুন ৪নং গ্রেডের কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আবার গত বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি তার চাকরি ভূতাপেক্ষভাবে স্থায়ী হওয়ার পরও তিনি ১ নম্বর গ্রেডে যেতে পারেননি। বর্তমানে তিনি ৩ নম্বর সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে ফাহিমা খাতুনের পিডিএস (পার্সোনাল ডাটা শিট) রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৮৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রভাষক হিসেবে তিনি সরকারি বদরুন্নেসা সরকারি কলেজে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চাকরি স্থায়ীকরণ হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ২৮ বছর আগে তার চাকরি স্থায়ী হয়ে থাকলে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ভূতাপেক্ষভাবে' তার চাকরি স্থায়ী করার প্রয়োজন পড়ল কেন? পিডিএসে তার বর্তমান পদবি মহাপরিচালক লেখা আছে। সেখানে 'চলতি দায়িত্ব' শব্দের উল্লেখ নেই। অপরদিকে পিডিএসের শেষের দিকে লেখা আছে— 'উপরোক্ত তথ্যগুলো সঠিক। কোনোরকম ভুল তথ্য প্রদান অথবা তথ্য গোপনের জন্য দায়ী থাকব।'

প্রসঙ্গত অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যেহেতু সরকারি ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা, তাই তার ক্ষেত্রে ১৯৮১ সালের বিসিএস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৩ সালের বিসিএস জ্যেষ্ঠতা বিধিমালা এবং ১৯৮৬ সালের বিসিএস পদোন্নতি বিধিমালা প্রযোজ্য। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তার ক্ষেত্রে এই তিন বিধিমালার বিভিন্ন ধারা লংঘন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, নানা কারণে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা থেকে প্রমার্জন পেয়ে পদোন্নতির যোগ্য হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার (পদোন্নতির জন্য) চাকরি আগে স্থায়ী হতে হবে। তাই সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা থেকে প্রমার্জন পেলেও যেহেতু তার চাকরি স্থায়ী হয়নি, তাই তার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ারই কথা নয়। অথচ তিনি অধ্যাপক পদও বাগিয়ে নিয়েছেন।

সংশ্লিষ্টদের মতে, এসব কারণেই ২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত ফাহিমা খাতুন যেসব পদোন্নতি পেয়েছেন, তার কোনোটিই বিধিসম্মত হয়নি। শুধু তাই নয়, যেহেতু বিধিগতভাবে তার 'অধ্যাপক' পদে পদোন্নতিরও সুযোগ নেই, তাই তার মহাপরিচালক হওয়ারও সুযোগ নেই।